কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২-৩ কলাম ৬

উত্তরায় স্কলাস্টিকা স্কুলে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি : কালের কণ্ঠ

'যা ভালো লাগে তা করো'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

'ভাবিনি কখনো, এখানে ফিরব এমপি হয়ে। আমি এ স্কুলেই পড়েছি। ছোটবেলা থেকেই রাজনীতি করতে চেয়েছিলাম, এমপি হতে চেয়েছিলাম। আমি তা হয়েছি। তোমাদের সবাইকে রাজনীতিই যে করতে হবে, তা নয়। যার যা ভালো লাগে, সে তাই করো, তাই পড়ে।'—এভাবেই অনুজদের পথনির্দেশনা দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতনি ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক।

রাজধানীর উত্তরায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্কলাস্টিকায় 'ইনস্পায়ারিং ওম্যান' (অনুপ্রেরণাময়ী নারী) শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোনঝি ও শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ। তিনি নিজেও একসময় এ স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। ব্রিটেনে স্বনামধন্য লেবার পার্টির এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর এই প্রথম তিনি স্কুলটিতে এলেন। অনুষ্ঠানে স্কুল ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি।

শুধু টিউলিপই নন, শিক্ষা, ব্যবসা, সাংবাদিকতা, রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল আরো ২৪ জন নারী গতকালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এসব নারীর সঙ্গে স্কুল ছাত্রীদের যোগাযোগ ঘটাতে ও তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেতে প্রথমবারের মতো এ কর্মসূচির আয়োজন করে স্কলাস্টিকা স্কুল কর্তৃপক্ষ, যাতে রাজধানীর ৯টি

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

'যা ভালো লাগে তা করো'

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

স্কুলের ছাত্রীরা অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট তারানা হালিম, স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দা মাদিহা মুরশেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সাত থেকে ১৫ জন করে ছাত্রীর একেকটা গ্রুপ ছিল। ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রশ্ন করে, আর এর জবাব দেন সফল নারীরা। প্রায় ১০ মিনিট পর পর সফল নারীরা ঘুরলেন এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে। ফলে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া প্রত্যেক ছাত্রীই তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্কুলগুলো হলো স্কলাসটিকা, বারিধারা স্কলার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিএএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, এসওএস হারমান মেইনার কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শহীদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ ও আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে টিউলিপ বলেন, 'আমার ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল রাজনীতি করব। কিন্তু সবারই যে রাজনীতি করা লাগবে, এটা ঠিক নয়। তোমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত হবে। তবে এ জন্য মন দিয়ে পড়ালেখা করতে হবে। আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও বিরোধীদলীয় নেত্রী তিনজনই নারী। কিন্তু আমি যেখানকার এমপি, সেখানে ওপরের পদগুলোর সবাই পুরুষ। তাই তোমরা অনেক ভাগ্যবান। বিশ্বাস থাকলে তোমরাও ওপরে উঠতে পারবে।'

অনুষ্ঠান শেষে স্কলাসটিকা স্কুলেই নির্ধারিত এক সংবাদ সম্মেলনে আসেন টিউলিপ সিদ্দিক। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী ক্রিস পার্সি। সেখানে টিউলিপ বলেন, 'বড় হয়ে নানার কথা শুনে, যুদ্ধের কথা শুনে রাজনীতি করব বলে ভেবেছি। নানা মানুষের জন্য কী কী কাজ করতেন, দেশের জন্য কী কী ভাবতেন—এসব গল্প শুনেছি মা-খালার কাছে। মা-খালাকেও সব সময় দেখেছি, বাংলাদেশের মানুষের ভালো-মন্দ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে। খালা সব সময় আমার রোড মডেল।'

তিনি বলেন, 'আমি গত মে মাসে নির্বাচনে জিতেছি। এরপর ঠিক করেছিলাম বাংলাদেশে গেলে প্রথমে যাব সিলেটে, এরপর বসব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায়। পুরুষ হোক আর নারী হোক সবারই দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আমার মা-খালা দুজনই বাংলাদেশের মানুষের কথা ভাবেন। তাই এখানেও আমি রাজনীতিতে আসতে পারতাম। কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন, মানুষকে সাহায্য করে যাব। অন্য আরো স্কুলও যদি এ ধরনের আয়োজন করে, সেখানেও আমরা যাব।'

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আসার ইচ্ছা আছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে কী হবে, তা বলা যায় না। ব্রিটেনে জাস্ট এমপি হলাম। দেখা যাক, আগামী নির্বাচনে জিতি কি না। লেবার পার্টির কী অবস্থা হয়। আর ব্রিটেনে বসেও কিন্তু এই দেশের উন্নয়নে সহায়তা করা যায়। বাংলাদেশিদের উপকার করা যায়।'